MAY 23 2002

MAY 23 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

খুলনা ভার্সিটির সাবেক ভিসির দুর্নীতির তদন্ত শুরু ঃ উদ্বিগ্ন মহল প্রশাসনকে অস্থিতিশীল করছে

এ টি এম রফিক ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক আওয়ামী ভিসি প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলামের আমলের কোটি কোটি টাকার লোপাট, গম লুটপাট, অবৈধ নিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে আওয়ামী দলীয়করণের বিষয়ে তদন্ত শুরু হওয়ায় আওয়ামী মহল উদ্বিগ্ন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে অস্থিতিশীল করতে সন্ত্রাসী পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ষড়যন্ত্রকারী আওয়ামী মদদপুষ্ট মহল সাবেক ভিসির অর্থ লোপাট ও অবৈধ নিয়োগকে বৈধ এবং সরকারী তদন্তকে ধামাচাপা দিতে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে অবৈধ নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োজিতদের সক্রিয় করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

সাবেক আওয়ামী ভিসি প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম তার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ দিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক রেকর্ড স্থাপন করে গেছেন, যা নিয়ে তৎকালীন খুলনার আওয়ামী নেতারা এমনকি খোদ নিহত আওয়ামী ট্রেজারার ভিসির ওপর নাখোশ হয়ে উঠেছিলেন। সাবেক ভিসি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে আওয়ামী সরকারের ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী গোটা প্রশাসনকে আওয়ামী প্রশাসন বানানোর সকল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে প্রায়ই দলীয় ক্যাডার, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের সকলকে নিয়োগ দেন। দক্ষতা-অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন ছিল না নিয়োগে। দক্ষতা-অভিজ্ঞতা হলো দলীয় ক্যাডার কি-না। দলীয় ক্যাডারদের সাথে ভিসি তার ভাইপো, জামাই, বোনজামাই, ভাগ্নে, ভাইসহ প্রায় ৩০ জনের মত নিকটাত্মীয়কে নিয়োগদান করে স্বজনপ্রীতির সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করে গেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। [illegible] ট্রেজারার সরদার আঃ রাজ্জাকও নিজের ছেলেকে নিয়োগ দেয়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি দলীয় ক্যাডার, চার বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামীকেও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করে গেছেন সাবেক ভিসি নজরুল ইসলাম।

সাবেক ভিসি তার ভাইপো এফ জামান নামের এক তথাকথিত ক্যাডারকে দিয়ে অবৈধভাবে ঠিকাদারীর কাজ প্রদান করে কোটি কোটি টাকা লোপাট করিয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন। ছাত্রলীগের ও আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের নির্মাণকাজ ভাগ করে দিয়ে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সরকার প্রদত্ত ১৫০ টন গমের পুরা টাকাই আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে।

কোটি কোটি টাকা লোপাট ও অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, বেআইনী নিয়োগ দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াসহ সকল অনিয়মের খতিয়ান তদন্ত করে দেখার জন্য সরকারী তদন্ত দল তদন্ত শুরু করেছে।

এই তদন্ত শুরু হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারী মহল ও সুবিধাভোগীরা আতঙ্কিত হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশকে পরিকল্পিতভাবে দলীয় প্রচার মিডিয়ার দ্বারা তথা সন্ত্রাসের মাধ্যমে অশান্ত করে তুলছে। একই সাথে বর্তমান জোট সরকারের গৃহীত সকল উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত ও বানচাল করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনেকে সুবিধাবঞ্চিত হয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে ফায়দা হাসিলের ধান্ধায় রয়েছে। এরা আবার অনেকে নব্য জাতীয়তাবাদী শক্তির লোক বলেও প্রচার করে চলেছে।